ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৪৩ ● কলকাতা ● ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● বুধবার ● ২৮ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

স্বাস্থ্যভবনে ফের বোমা হুমকি! আতঙ্কে কাঁপছে প্রশাসন, তদন্তে বিধাননগর পুলিশ

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা

সোমবারের পর মঙ্গলবারও ফের একবার বোমা বিস্ফোরণের হুমকিতে তোলপাড় পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যভবন। মঙ্গলবার একটি ইমেলে জানানো হয়েছে, ভবনের ভিতরে রাখা হয়েছে চারটি আরডিএক্স, যা বিকেল পাঁচটার মধ্যে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া হবে। ফলে নিরাপত্তা ঘিরে চরম উৎকণ্ঠা ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলে। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

কোর্টের নির্দেশ মেনে পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, 'খোলা থাকছে দু'টি বিকল্পই'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম মেনেই চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা হবে। মঙ্গলবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দিলেন, আদালতের আগের নির্দেশ মেনেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে রাজ্য সরকার। নইলে পরে নির্দেশ বলবৎ না করা নিয়ে দোষারোপ করা হবে।মমতা এদিন জানান, ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে কোর্টে যাচ্ছেন, তা নিয়ে নেগেটিভ রিপোর্ট আসছে। তাঁরা এতদিন অপেক্ষা করছিলেন রিভিউ পিটিশনের জন্য। সেটা হলে চাকরি থাকবে সকলের, অন্যথায় অন্য উপায়ও বের করছে রাজ্য। কিন্তু বিকাশের বক্তব্য, "সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে ৩১মে-র মধ্যে নতুন নিয়োগ চালু হলে, সেখানে রিভিউয়ের প্রশ্ন থাকে নাকি? উনি কি সবাইকে ওঁর মতো গাধা মনে করেন? যাঁদের চাকরি চলে গিয়েছে, আদালত বলেছে, পরীক্ষায় বসতে পারবেন না, তাঁদের তিনি আবার বেআইনি ভাবে অন্যত্র চাকরি দেওয়াবেন? যা হচ্ছে,

এরপর ৩ পাতায়

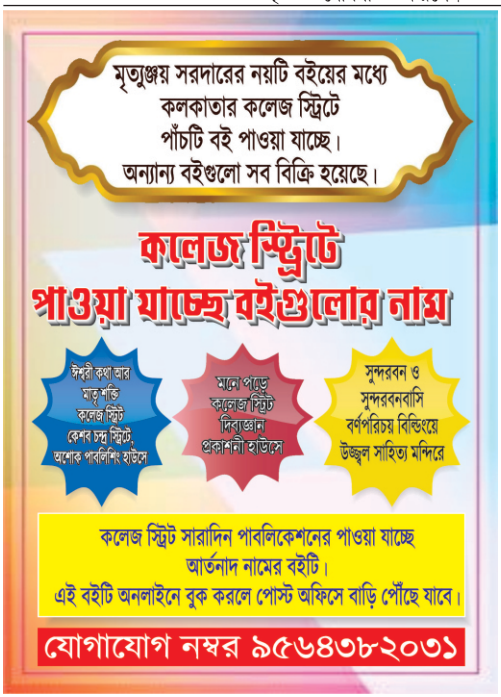

তৃণমূলে যোগ দিয়েই বিজেপির বড় নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ জন বার্লার, বাড়ছে জল্পনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কয়েকদিন আগেই তৃণমূলে যোগ দিয়ে একেবারে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন। এবার বিজেপির মেটেলি সমতল মণ্ডলের সহ-সভাপতি মেহবুব আলম ওরফে বুলবুলের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন জন বার্লা। সঙ্গে ছিলেন নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর। তাঁদের এই সাক্ষাৎপর্ব নিয়েই এখন জোরদার চর্চা শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে।এদিকে শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনে মেহেবুব আলমের স্ত্রী সেলিনা বেগম নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়াই করেছিলেন। জয়ীও হন। অন্যদিকে মেহেবুব আলম বর্তমানে আবার বিজেপির মেটেলি সমতল মণ্ডলের সহ-সভাপতির দায়িত্ব রয়েছেন। মেহেবুব প্রসঙ্গে বার্লা বলছেন, এটা শুধুমাত্রই সৌজন্য সাক্ষাৎ। আমার হাত ধরেই উনি বিজেপিতে এসেছিলেন। দীর্ঘদিন একসঙ্গে রাজনীতি করেছি। তাই সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছি। অন্যদিকে মেহেবুব বলছেন, রাজনীতির কোনও বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়নি। তাঁর কথায়, জনদার সঙ্গে বহুদিন একসঙ্গে রাজনীতি করেছি। আজ সৌজন্য সাক্ষাৎ করতেই এসেছিলেন। তবে ঘাসফুলে যোগদানের জল্পনায় জল ঢেলে তিনি জানান, তৃণমূলে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। মেহেবুব আলমের দলবদল নিয়েও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। চলছে জল্পনা, গুঞ্জন। যদিও এটাকে সৌজন্য-সাক্ষাৎ হিসাবেই দেখার কথা বলছেন বার্লারা।

সোমবার সকালেই দক্ষিণ ধুপঝোরার মেহেবুব আলমের বাড়িতে যান বার্লারা। সূত্রের খবর, প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে আলোচনা চলে। তবে সেখানে কোন বিষয় উঠে এসেছে তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

ডঃ তিতিয়ালের নেতৃত্বে আগরওয়াল চক্ষু হাসপাতাল দিল্লিতে তাদের প্রথম ইউনিট স্থাপন করেছে

উষা পাঠক
সিনিয়র সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ২৭ মে, ২০২৫ (এজেন্সি)। দেশের প্রখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক (ড.) জীবন সিং তিতিয়ালের নেতৃত্বে রাজধানী দিল্লিতে আজ ড. আগরওয়াল চক্ষু হাসপাতালের প্রথম ইউনিটের উদ্বোধন করা হয়েছে।

পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ তিতিয়াল, যিনি রাজধানীর সাউথ এক্স পার্ট ২-এ অবস্থিত এইমস-এর চক্ষুবিদ্যা বিভাগের প্রধান ছিলেন, তিনি নিজেই এই ইউনিটটির উদ্বোধন করেন।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন AIIMS-এর চক্ষুবিদ্যা বিভাগের প্রধান ডাঃ রাধিকা ট্যান্ডন, প্রাক্তন প্রধান ডাঃ হর্ষবর্ধন আজাদ, চক্ষু হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী ডাঃ আসাদ আগরওয়াল এবং প্রধান বিপণন কর্মকর্তা আয়ুষ্মান চিরানেওয়ালা।

দক্ষিণের এই হাসপাতালের সারা দেশে ২৫০টি এবং বিদেশে ১০টি ইউনিট রয়েছে। এটি দিল্লির প্রথম ইউনিট। ডাঃ তিতিয়ালের মতে, আগামী মাসের মাঝামাঝি থেকে এখানে অপারেশন ইত্যাদি শুরু হবে। এল.এস.

(১ম পাতার পর)

কোর্টের নির্দেশ মেনে পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, 'খোলা থাকছে দু'টি বিকল্পই'

উনি যা ভাবছেন, উনি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। "তবে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। শীর্ষ আদালতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে। তাই বিষয়টি নিয়ে রায় আসেনি। পরে সেই রিভিউ পিটিশনের ভিত্তিতে যে রায় আসবে, আগামীতে তা-ই কার্যকর হবে।

মমতা এদিন জানান, রিভিও পিটিশনের প্রক্রিয়া জারি থাকবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আদালতের নির্দেশ মেনেই ৩১ মে-র মধ্যেই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে। সেই মতো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। দু'টি উপায়ের কথা জানিয়েছেন মমতা। জানিয়েছেন, গরমের ছুটি কাটলেই আদালতে রিভিউ পিটিশনের প্রক্রিয়া জারি থাকবে। তৎপরতা শুরু হবে সেখানে। পাশাপাশি, পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিও দেবে রাজ্য। মমতা সাফ জানিয়েছেন, রিভিউ পিটিশনে যে রায় আসবে, তা-ই গৃহীত হবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশ রয়েছে, সেই অনুযায়ী পরীক্ষা নিয়ে নিতে হবে রাজ্যকে। কিন্তু নতুন করে পরীক্ষা দেওয়ায় তীব্র আপত্তি চাকরিহারাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। তাঁদের উদ্দেশে মমতার বার্তা, "পরীক্ষা দেবেন না বলবেন না। দু'টি বিকল্পকেই কাজে লাগান।

এদিন নবান্নের সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বলেন, "আইন মেনে আমাদের এই কাজটা করতে হচ্ছে। আগের নির্দেশ যদি কার্যকর না করি আমরা, তাহলে আদালত বলতে পারে, 'তোমাদের তো অর্ডার দিয়েছিলাম! তোমরা মানোনি। সুতরাং সবটাই বালিত'। আমরা এটা চাই না। আমরা সবটাই রেডি রাখব। যদি বলে পরীক্ষা দিতে হবে না, লিস্ট বাতিল হল না, সেটাই শুনব। আইনি পরামর্শ নিয়ে ৩০ মে আমাদের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। বিকল্প পথ খুলে রেখে আমরা বিজ্ঞপ্তি জারি করব। হাতে সময় রেখে ১৪ জুলাই অনলাইনে আবেদনের শেষ দিন। রিভিউ পিটিশনের সময় রেখে ১৫ নভেম্বর প্যানেল প্রকাশ। রিভিউ পিটিশনে কিছু না হলে নভেম্বরের মধ্যেই কাউন্সেলিং। ২৪ হাজার ২০৩টি পোস্টে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। সুপ্রিম কোর্ট যেহেতু ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ চালাতে বলেছে, তাই চালিয়ে যান। নবম-দশমে ১১ হাজার ৫১৭টি শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ। একাদশ-দ্বাদশে ৯ হাজার ৯১২টি শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ। যাঁরা এতদিন কাজ করেছেন, তাদের এক্সপিরিয়েন্স অ্যাডভান্টেজ দেব।"

মমতা এদিন আরও বলেন, "যাঁদের চাকরি বাতিল, তাঁদের জন্য আমরা অন্য ব্যবস্থা করব। এটা আমাদের নয়, কিছু স্বার্থপর কোর্টে গিয়েছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বলব, সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মেনে ২টি বিকল্পকেই কাজে লাগান। আমরা চাই সবাই চাকরি ফিরে পান, কিন্তু ২টি অপশনই খোলা রাখুন। আমি এটা বাধ্য হয়েই করলাম। কিন্তু কোর্টের নির্দেশ মানতে হবে। চাকরিহারারা যাতে বিপদে না পড়েন, তার জন্য ২টি বিকল্প রাখা হল।"

এদিন মমতার ঘোষণার পর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "বিজ্ঞপ্তি জারি করলে লড়াইটা থাকবে কোথায়? এর মানে কি আরও দুর্নীতিমূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আরও দুর্নীতি বড় করা? সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে, ৩১ মে-র পর্যন্ত নতুননিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। দুর্নীতি করেছে যারা, তারা পরীক্ষায় বসতে পারবে না, টাকা ফেরত দিতে হবে। সেই প্রক্রিয়াও তো চালু করতে হবে পাশাপাশি? সেটা না করে চাকরি গিয়েছে যাদের, তাদের চাকরি রক্ষা কবেন বলছেন। কী করে করবেন উনি? আবার দুর্নীতি করবেন? আসলে আবার একটা পরিকল্পনা করছেন, যার মাধ্যমে বৃহত্তর মামলায় গোটা সমাজকে জড়িয়ে নিতে চাইছেন। উনি দুর্নীতি করবেন, আর সমাজ দেখবে, এটা হতে পারে না।"

দেশের নিরাপত্তায় বড় ফাঁস: পহেলগাঁও হামলার আগে গোপন তথ্য পাচার, ধৃত সিআরপিএফ জওয়ান মোতিরাম জাট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কাশ্মীরের স্পর্শকাতর এলাকা পহেলগাঁও। সেখানেই ডিউটি করছিলেন সিআরপিএফ জওয়ান মোতিরাম জাট।- এখন সেই জওয়ানই ধরা পড়েছেন পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড়সড় ভাঙন ধরিয়ে দিল এই ঘটনা। এমনই দাবি করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (NIA)। দুই বছর ধরে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে গোপনে পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য পাচার করছিলেন তিনি।

'বিশ্বাসঘাতক' সেনার ভোল বদলে পাকিস্তানের চর

সূত্র মারফত জানা গেছে, ২২ এপ্রিল বৈসরন ভ্যালিতে ঘটে যাওয়া জঙ্গি হামলার মাত্র ছয় দিন আগেও পহেলগাঁওয়েই মোতায়েন ছিলেন মোতিরাম। এরপর তাঁর ট্রান্সফার হয় অন্যত্র। তদন্তকারীদের সন্দেহ, কাশ্মীরের জওয়ানদের মুভমেন্ট, প্যাট্রল রুট, সেনা ক্যাম্পের অবস্থান সহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হয়তো সেই সময়েই পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তিনি। সবদিক খতিয়ে দেখছে এনআইএ।

২০২৩ সাল থেকে শুরু হয় 'গদ্দারির খেলা'

এরপর ৬ পাতায়

(১ম পাতার পর)

স্বাস্থ্যভবনে ফের বোমা হুমকি! আতঙ্কে কাঁপছে প্রশাসন, তদন্তে বিধাননগর পুলিশ

আধিকারিকরা। শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবারের ইমেলটি আগের দিনের হুমকিরই পুনরাবৃত্তি। সোমবার সকালে 'ডেপুটি ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস'-এর কাছে একটি ইমেল আসে, যাতে বলা হয়েছিল, ৩০ মিনিটের মধ্যে চারটি আইইডি দিয়ে স্বাস্থ্যভবনে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কর্মীদের মধ্যে। খবর দেওয়া হয় বিধাননগর থানায়। পুলিশ কুকুর ও বম্ব স্কোয়াড নিয়ে শুরু হয় তল্লাশি। যদিও দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরেও কোনও বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি।প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে, ওই হুমকি ইমেলটি পাঠানো হয়েছিল একটি ভুয়ো মেল আইডি থেকে। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইমেলটি কোন লোকেশন থেকে পাঠানো হয়েছে, তা শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।তবে মঙ্গলবার আবারও হুমকি ইমেল আসায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে। প্রশাসনের একাংশ মনে করছে, এটি নিছক কৌতুক নয়, বরং এর পেছনে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র লুকিয়ে থাকতে পারে। তদন্তে উঠে আসছে, পরিকল্পিতভাবে আতঙ্ক তৈরি করতেই এই ধরনের মেইল পাঠানো হচ্ছে।স্বাস্থ্যভবনের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। কর্মীদের অনেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। যদিও পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আতঙ্কের কিছু নেই, তবে সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। গোটা এলাকা নজরদারিতে রাখা হয়েছে, এবং যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে বম্ব স্কোয়াড ও কুইক রেসপন্স টিম।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রশাসনে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কে বা কারা এই ধরনের হুমকি ইমেল পাঠাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য কী—সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এখন তৎপর গোটা তদন্তকারী দল।

সম্পাদকীয়

গুজরাট নগর বিকাশ আখ্যানের ২০ বছর উপলক্ষে আয়োজিত সমারোহে ফের সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে কঠোর বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

গুজরাটের গান্ধীনগরে আজ গুজরাট নগর বিকাশ আখ্যানের ২০ বছর উপলক্ষে আয়োজিত সমারোহে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই মঞ্চ থেকে তিনি নগর বিকাশ বর্ষ ২০২৫-এর সূচনা করেন – যা নগর বিকাশ বর্ষ ২০০৫-এর ২০ বছর পূর্তির বার্তা দেয়। সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ২ দিনে ভদোদরা, দাহোদ, ভুজ, আমেদাবাদ এবং গান্ধীনগর সফরে তিনি অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য এবং দেশপ্রেমের উদযাপন প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, এই চেতনা শুধুমাত্র গুজরাটেই সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশ ভাগের ঠিক পরেই প্রথম জঙ্গি হামলার বিষয়টি উল্লেখ করেন তিনি। ভারতকে কার্যত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল সেই সময়। একটি ভাগে পাকিস্তান জঙ্গিদের প্রশ্রয় দিয়ে গেছে ধরাবাহিকভাবে। এই প্রসঙ্গে তিনি সর্দার প্যাটেলের সেই দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করেন – যা বার্তা দেয় যে পাক - অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় সেনার থামা উচিত নয়। কিন্তু প্যাটেলের পরামর্শ তখন শোনা হয়নি। ৭৫ বছর ধরে সন্ত্রাসবাদের ধারা অব্যাহত থেকেছে। তারই ফল পহেলগামের ঘটনা। কূটনৈতিক নানা ফন্দিফিকির চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান ভারতের সামরিক শক্তির মুখোমুখি হয়েছে বারবার। পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ ভাবে পর্যুদস্ত করে ভারত স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে সরাসরির যুদ্ধে জিততে পারবে না ইসলামাবাদ। সেকথা বুঝেই প্রতিবেশী দেশ ছায়াযুদ্ধে নেমেছে। সাধারণ মানুষকে, এমনকি নিরীহ তীর্থযাত্রীদেরও হত্যা করতে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতে।

বসুধৈব কুটুম্বকম-এর ধারণা ভারতের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে প্রোথিত এবং এই দেশ সমগ্র বিশ্বকে বরাবর একটি পরিবার হিসেবে দেখে বলে প্রধানমন্ত্রী ফের উল্লেখ করেন। শান্তির পথে থাকলেও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় জোরালো জবাব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন। ৬ মে ঘটনার পর পরিস্থিতি এখন পাল্টে যাচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, এখন পাকিস্তানের নেতিবাচক এইসব কাজকর্মকে ছায়াযুদ্ধ বলা ভুল হবে। তবে, ২২ মিনিটের মধ্যে জঙ্গিদের ৯টি ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ক্যামেরায় বিষয়টি ধরা আছে। এই নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। পাকিস্তান এখন সুচতুর কৌশলে এগোচ্ছে – এটা স্পষ্ট। ৬ মে-র প্রত্যাঘাতের পর পাকিস্তানে জঙ্গিদের শেষকৃত্য যেভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং সেখানে পাকিস্তানি সেনা আধিকারিকরা যেভাবে উপস্থিত থেকেছেন, তাতে এটা স্পষ্ট ইসলামাবাদ একটি সুনির্দিষ্ট যুদ্ধ পরিকল্পনা ফেঁদেছে। এরও যথাযোগ্য জবাব দেওয়া হবে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চল্লিশতম পর্ব)

যা কিছু করা নিষিদ্ধ লক্ষ্মীপূজায় লোহা বা স্টিলের বাসনকোসন ব্যবহার করবেন না। লোহা দিয়ে অলক্ষ্মী পূজা হয়। তাই লোহা দেখলে লক্ষ্মী ত্যাগ করে যান।লক্ষ্মীপূজায় ঘণ্টা বাজাতে নেই। লক্ষ্মীকে তুলসীপাতা দিতে নেই। কিন্তু লক্ষ্মীপূজার পর একটি ফুল ও দুটি তুলসীপাতা দিয়ে নারায়ণকে পূজা করতে হয়। লক্ষ্মীপূজা সাধারণত সন্ধ্যাবেলা করে, তবে অনেকে সকালেও করে থাকেন। সকালে করলে সকাল ন-টার মধ্যেকরে নেওয়াই ভাল। পূজার পর ব্রতকথা পাঠ করতে হয়।শ্রী শ্রী মা লক্ষ্মীর স্তোত্রলক্ষ্মীস্তং সর্বদেবানাং যথাসম্ভব

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

অনুপ্রবেশে বাধা পেয়ে তেড়ে এল বাংলাদেশিরা, বিএসএফ কড়া হতেই সব চুপ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সীমান্তে কাঁটাতারহীন এলাকায় অনুপ্রবেশে বাধা পেয়ে বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলার চেষ্টা বাংলাদেশি নাগরিকদের। লাঠিসোঁটা নিয়ে সীমান্তে তাঁরা হাজির হন। বিএসএফের সঙ্গে বচসায় জড়ান। তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় সীমান্তে। শেষপর্যন্ত কড়া হাতে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে বিএসএফ। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের ডাঙারহাট এলাকায়।চলতি বছরের জানুয়ারিতে মালদহের বৈষ্ণবনগরের সুখদেবপুরে ওপার থেকে বাংলাদেশিরা এসে ফসল ও গাছ কেটে নিয়ে যায়। এর প্রতিবাদ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তখন সীমান্তের ওপার থেকে বিএসএফ-কে লক্ষ্য করে বোমা, পাথর ছোড়া

এরপর ৫ পাতায়

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবে ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে জানা যায় যে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ কামতা রাজ্য ক্রামণ করার সময় ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ এই মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কথিত আছে কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ এই ধ্বংসাবশেষ খুজে পান।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মোহনবাগানের সৃঞ্জয় বসু: ঐতিহ্য, নেতৃত্ব ও আধুনিকায়নের সমন্বয়

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

আমার সৃঞ্জয় বসু, মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্তা, যিনি ক্লাবের ঐতিহ্য রক্ষা ও আধুনিকায়নের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছেন। তার নেতৃত্বে ক্লাবটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে, বিশেষ করে ভারতীয় সুপার লিগ (আইএসএল) এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতায়।

সৃঞ্জয় বসু ১৯৭৬ সালের ১৭ মার্চ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডন বসকো পার্ক সার্কাস থেকে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে সাংবাদিকতা ও ব্যবসায়ে যুক্ত হন। তিনি বাংলা দৈনিক 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর মালিক এবং রেডিও এশিয়ার উপদেষ্টা। রাজনৈতিক জীবনে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। তবে ২০১৫ সালে সারদা কেলেঙ্কারির পর তিনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান।

সৃঞ্জয় বসু ২০১৮ সালে মোহনবাগান ক্লাবের সম্মানীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ২০২০ সালে ক্লাবের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। তার নেতৃত্বে ক্লাবটি আইএসএলে অংশগ্রহণের জন্য এটিকে-র সঙ্গে একীভূত হয়, যা 'এটিকে-মোহনবাগান' নামে পরিচিত হয়। এই একীভূতকরণ নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও, সৃঞ্জয় বসু স্পষ্ট করেন যে ক্লাবের লোগো, রঙ এবং ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থাকবে।

২০২৫ সালের মে মাসে আসন্ন ক্লাব নির্বাচনে সৃঞ্জয় বসুর প্রার্থিতা নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। তার পিতা, প্রাক্তন ক্লাব সভাপতি স্বপন সাধন (টুটু) বসু, প্রকাশ্যে তার সমর্থনে প্রচার চালাচ্ছেন। তবে পারিবারিকভাবে কিছু বিভাজন দেখা গেছে, যেমন তার ছোট ভাই সৌমিক বসু বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্তের সমর্থনে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে টুটু বসু স্পষ্ট করেন যে তিনি সৃঞ্জয়ের পক্ষে রয়েছেন এবং ক্লাবের ভবিষ্যতের জন্য তার নেতৃত্বকে সমর্থন করেন।

সৃঞ্জয় বসু মোহনবাগান ক্লাবের ঐতিহ্য রক্ষা ও আধুনিকায়নের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রেখে ক্লাবকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। তার নেতৃত্বে ক্লাবটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করেছে। আসন্ন ক্লাব নির্বাচনে তার ভূমিকা ও পরিকল্পনা ক্লাবের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(৪ পাতার পর)

অনুপ্রবেশে বাধা পেয়ে তেড়ে এল বাংলাদেশিরা, বিএসএফ কড়া হতেই সব চুপ

হয়েছিল।ডাঙারহাট সীমান্ত এলাকার ওপারে বাংলাদেশের গাটিয়াভিটা। জানা গিয়েছে, এদিন কাঁটাতারহীন ওই এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের এক ব্যক্তি ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেন। বাধা দেয় বিএসএফ। অনুপ্রবেশে বাধা পেতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সীমান্তে বসবাসকারী বাংলাদেশিরা। লাঠিসোঁটা নিয়ে সীমান্তে হাজির হন। মারমুখী হয়ে ওঠেন তাঁরা। কিন্তু, অনুপ্রবেশ রুখতে তৎপর বিএসএফ কড়া হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে।

গত বছরের অগস্টের প্রথমে প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পরই সীমান্তে একাধিকবার উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বাংলাদেশিদের ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বেড়েছে। অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখতে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। কাঁটাতারহীন সীমান্ত এলাকাগুলিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। এর আগে কাঁটাতারহীন একাধিক জায়গায় বিএসএফ কাঁটাতার বসাতে গেলে বাধা দিতে দেখা যায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। এই নিয়ে বাংলাদেশকে কড়া বার্তা দেয় ভারত।

মুক্তিযুদ্ধে ১,২৫৬ জনকে খুনে জড়িত 'কসাই' আজহারুলকে মুক্তির নির্দেশ ইউনূসের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঢাকা: একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বৃহত্তর রংপুরে পাক গণহত্যাকারীদের দোসর তথা রাজাকার বাহিনীর শীর্ষ নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামকে বেকসুর খালাসের জন্য প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদকে নির্দেশ দিয়েছেন তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস। যদিও একজন কসাইকে বেকসুর খালাসের নির্দেশ পাওয়ার পরেই ক্ষোভে ফুঁসছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চার বিচারপতি।সূত্রের খবর, এটিএম আজহারুল ইসলামের আপিল মামলায় কী রায় দেওয়া হবে তা নিয়ে গত রবিবার (২৫ মে) প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। ওই বৈঠকেই জামায়াত নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামকে বেকসুর খালাস দেওয়ার নির্দেশ দেন পাক গণহত্যাকারীদের দোসর ইউনূস। সোমবার থেকেই সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে গুঞ্জন শুরু হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের কসাই আজহারুলকে মুক্তি দেওয়া হবে। জামায়াত ইসলামী সমর্থক আইনজীবীরা মিষ্টিও বিলি করেছেন। যদিও রাতে পাওয়া খবরে জানা যাচ্ছে, আজহারুলকে বেকসুর খালাস দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের চার বিচারপতি। তাদের যুক্তি, একজন গণহত্যাকারী ও ধর্ষককে বেকসুর খালাস দিলে মুক্তিযুদ্ধকেই অপমান করা হবে। দেশে মৌলবাদী ও জঙ্গিবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে একাত্তরের কায়দায় হিন্দু নিধনে ঝাঁপাবে।জামায়াত নেতার আপিল মামলার শুনানির জন্য গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে থাকা ওই চার বিচারপতি শেষ পর্যন্ত কী অবস্থান নেন, তার উপরেই নির্ভর করছে মামলার রায়। আগামিকাল মঙ্গলবার (২৭ মে) ওই মামলার রায় ঘোষণা হওয়ার কথা রয়েছে।

কী অভিযোগ কসাই আজহারুলের বিরুদ্ধে?

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন রংপুর অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা ও হিন্দুদের কাছে মূর্তিমান ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন জামায়াত ইসলামী নেতা এটিএম আজহারুল ইসলাম রাজাকার বাহিনী গঠন করে হিন্দু মেয়েদের বাড়ি থেকে তুলে এনে পাক সেনাদের দ্বারা ধর্ষণ করাতেন। নিজেও শতাধিক হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণ করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা ও হিন্দু হওয়ার অপরাধে ১,২৫৬ জনকে নৃশংসভাবে খুন করেছিলেন। এছাড়াও ১৭ জনকে অপহরণ, হাজার-হাজার বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি লুটতরাজও চালিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা জমানায় মানবতাবিরোধী অভিযোগ এনে কুখ্যাত গণহত্যাকারী ও ধর্ষকের বিচার শুরু হয়। ২০১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আজহারুলকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয়।

ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ২০১৫ সালের ২৮ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বাংলাদেশের কসাই। দীর্ঘদিন ধরে শুনানি চলার পরে ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে রায় ঘোষণা করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির বেঞ্চ। ২০২০ সালের ১৫ মার্চ আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের পর তা পুনর্বিবেচনা চেয়ে ২০২০ সালের ১৯ জুলাই ফের আপিল বিভাগে আবেদন করেন আজহারুল। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি 'রাজাকার' পুত্র হিসাবে পরিচিত প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির বেঞ্চ নজিরবিহীনভাবে সেই আর্জি গ্রহণ করে। মানবতাবিরোধী অপরাধে এটাই প্রথম কোনও মামলা যে মামলায় রিভিউ থেকে মূল আপিল শুনানির অনুমতি দিলেন আদালত। গত ৮ মে শুনানি শেষের পরে রায় স্থগিত রাখে ডিভিশন বেঞ্চ।

(৩ পাতার পর)

দেশের নিরাপত্তায় বড় ফাঁস: পহেলগাঁও হামলার আগে গোপন তথ্য পাচার, ধৃত সিআরপিএফ জওয়ান মোতিরাম জাট

সোমবার এনআইএর তরফে জারি করা এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২০২৩ সাল থেকে নিয়মিতভাবে দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত গোপন নথি পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের কাছে পাচার করতেন মোতিরাম। বিনিময়ে আর্থিক লেনদেন চলত। কখনও ব্যাংক অ্যাকাউন্টে, কখনও অন্যভাবে আসত অর্থ। তাঁর মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অপারেশন 'সিঁদুর' এর পরেই বড় সূত্র

ভারতীয় গোয়েন্দারা সূত্র পান অপারেশন সিঁদুর-এর সময়। তখনই খবর আসে, দেশের ভেতরেই লুকিয়ে রয়েছে কিছু 'ঘরশত্রু', যারা পাকিস্তানের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে চলছে। প্রথমে গ্রেফতার করা হয় ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রাকে। তাঁর কাছ থেকে উঠে আসে মোতিরামের নাম। জিজ্ঞাসাবাদে একের পর এক তথ্য মিলতে থাকে। পাটিয়ালা হাউজ কোর্টে তোলা হয় ধৃতকে

এই মামলায় ধৃত মোতিরাম জাটকে সম্প্রতি পাটিয়ালা হাউজ কোর্টের বিশেষ আদালতে তোলা হয়। আদালত তাঁকে আগামী ৬ জুন পর্যন্ত এনআইএ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। তদন্তকারীদের কাছে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, তাঁর সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত ছিল কি না।নিরাপত্তার দায়িত্ব যাদের হাতে, তারাই বিশ্বাসঘাতক?

সাধারণ মানুষের মনে এখন প্রশ্ন— যদি দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জওয়ানরাই গদ্দারি করেন, তবে আর ভরসা রাখা যাবে কাদের ওপর? প্রতিরক্ষা মহলে নেমেছে চাঞ্চল্যের ছায়া। এনআইএ সূত্রের খবর, আরও কিছু নাম নজরে রয়েছে। খুব শিগগিরই হতে পারে আরও গ্রেফতারি।

মোতিরাম জাটের গ্রেফতারি দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চরম প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এ যেন এক ভয়াবহ বার্তা— শত্রু বাইরে নয়, লুকিয়ে আছে ঘরের মধ্যেই। এখন দেখার, এনআইএ এই জাল কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে তা ভেদ করতে পারে।

সিনেমার খবর

‘হেরা ফেরি থ্রি’ সিনেমা ঘিরে নতুন প্রশ্ন!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অক্ষয় কুমার, সুনীল শেট্টি ও পরেশ রাওয়ালের জনপ্রিয় কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘হেরা ফেরি’। এই তিন তারকার বিভিন্ন মজার কাজ কেন্দ্র করেই ফ্র্যাঞ্চাইজি টি এগিয়ে যায়। তিন তারকার সেই সোম কাণ্ড দেখতে ‘হেরা ফেরি’র তৃতীয় কিস্তি আসার অপেক্ষায় দর্শক। তবে এবার পরেশের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে জানা যায়, ‘হেরা ফেরি থ্রি’তে পরেশ রাওয়ালকে দেখা যাবে না। সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র ‘বাবুরাও গণপতরাও আপ্তে’ রূপে দীর্ঘদিন দর্শকদের মন জয় করে আসা এই অভিনেতার সরে দাঁড়ানোর খবরে দুঃখ প্রকাশ করছেন অগণিত ভক্ত। অনেকেই বলছেন, “বাবু রাও ছাড়া হেরা ফেরি ভাবা যায় না!”

শুরুতে গুঞ্জন উঠেছিল, পরিচালক ও নির্মাতাদের সঙ্গে সৃজনশীল মতবিরোধের কারণে সিনেমাটি ছেড়ে দিচ্ছেন তিনি। তবে সেই জল্পনা দূর করে পরেশ রাওয়াল নিজেই এক্স (সাবেক টুইটার)-এ একটি বার্তা দিয়ে জানান, এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো মতবিরোধ নেই।

তিনি লেখেন, “আমি স্পষ্ট করে জানাতে চাই, ‘হেরা ফেরি থ্রি’ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তটি সৃজনশীল মতবিরোধের কারণে নয়। পরিচালক প্রিয়দর্শনের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও আস্থা রয়েছে।”

প্রসঙ্গত, ‘হেরা ফেরি’ সিরিজের প্রথম সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল ২০০০ সালে, যার পরিচালনায় ছিলেন প্রিয়দর্শন। ২০০৬ সালে মুক্তি পায় দ্বিতীয় কিস্তি ‘ফির হেরা ফেরি’। এবার দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তৃতীয় পর্ব আসতে চলেছে।

পাকিস্তানি শিল্পী নিষিদ্ধে টুইঙ্কেলের রসিকতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পেহেলগাঁও কাণ্ডের জেরে ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে পাকিস্তানি শিল্পীদের। মাওরা হোসেন, ফাওয়াদ খান ও মাহিরা খানদের মতো পাক অভিনেতাদের ছবি বাদ দেওয়া হয়েছে বলিউডের ছবির পোস্টার থেকে।

এ বিষয়ে নজরে আসতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রসিকতা করে একটি পোস্ট দিয়েছেন টুইঙ্কেল খান্না।

টুইঙ্কেল তার পোস্টে লিখেছেন, ‘কিছু দিন আগেই ফের মুক্তি পেয়েছিল ‘সনম তেরি কসম’ সিনেমাটি। তারপর থেকে ছবির গানগুলো বারবার করে শুনছি। দেখলাম গানের অ্যালবামের প্রচ্ছদ থেকে শিল্পী মাওরা হোসেনের ছবি বাদ দেওয়া হয়েছে। পরে জানতে পারলাম, ফাওয়াদ খান ও মাহিরা খানের ছবিও তাদের বলিউড সিনেমার পোস্টার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।’

এর পরেই ব্যঙ্গ করে টুইঙ্কেল লিখেছেন ‘সুনাগরিক হিসেবে একটা দায়িত্ব পূর্ণ করতে চাই। ঢিনচ্যাক তালের গান গেয়ে বেড়ানো পূজার কণ্ঠে আবিদা পারভীন ও ফরিদা খানমের গানগুলোও এবার মুছে ফেলা হোক। এতে পাকিস্তানি শ্রোতাদের ভালো শিক্ষা দেওয়া যাবে!’

এশিয়ার ৩০ তারকার তালিকায় অনন্যা পান্ডে, আছেন ঈশানও

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিশ্ববিখ্যাত অর্থনৈতিক সাময়িকী ফোর্বস প্রকাশ করেছে দশম বর্ষের ৩০ জন এশিয়ান তারকাশিল্পীর তালিকা, যাদের প্রত্যেকের বয়স ৩০ এর নীচে। বিনোদন, শিল্প, প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তা খাতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এই ৩০ তারকাকে মননীত করা হয়। বলিউড থেকে তালিকায় স্থান পেয়েছেন অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডে ও অভিনেতা ঈশান খট্টর।

২০১৯ সালে ‘স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার ২’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হওয়া অনন্যা পান্ডে হিন্দি চলচ্চিত্রে ধীরে ধীরে নিজের একটি জায়গা তৈরি করছেন। সেইসঙ্গে ফ্যাশন দুনিয়াতেও সক্রিয় তিনি। তার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘কেসরি চ্যাপ্টার ২’। এই সিনেমায় তিনি অক্ষয় কুমার ও আর. মাধবনের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

সিনেমার বাইরেও অনন্যার প্রভাব বাড়ছে। চলতি বছরের শুরুতেই তিনি বিশ্বখ্যাত ফ্যাশন ব্র্যান্ড চ্যানেল-এর প্রথম ভারতীয় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিয়োগ পান। পাশাপাশি, ‘সো পজিটিভ’ নামে তার সাইবার বুলিংবিরোধী সামাজিক উদ্যোগ তরুণদের মাঝে তাকে একজন সচেতন আইকন হিসেবে তুলে ধরেছে।

অন্যদিকে, ঈশান খট্টর ক্যারিয়ার শুরু করেন ‘বিয়ন্ড দ্য ক্লাউডস’ ছবির মাধ্যমে। এছাড়া ‘ধড়ক’ ছবির মাধ্যমে বাণিজ্যিক সফলতা লাভ করেন। ২০২৫ সালে ঈশান তার চলচ্চিত্র ‘হোমবাউন্ড’-এর মাধ্যমে কান চলচ্চিত্র উৎসবে অভিষেক করতে চলেছেন, যেটি উৎসবের একটি বিশেষ বিভাগে প্রদর্শিত হবে।

তিনি সম্প্রতি নেটফ্লিক্সের রোমান্টিক কমেডি সিরিজ ‘দ্য রয়্যালস’-এ অভিনয় করেছেন এবং নিকোল কিডম্যানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রজেক্ট ‘দ্য পারফেক্ট কাপল’-এর মাধ্যমে বিশ্বের দর্শকের কাছেও নিজেকে তুলে ধরেছেন।

অনন্যা ও ঈশান দুইজনই এমন এক প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছেন যারা বাণিজ্যিক সফলতার পাশাপাশি শিল্পমানেও নিজেদের উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন। ফোর্বস ৩০ আন্ডার ৩০ এশিয়া ২০২৫-এ তাদের অন্তর্ভুক্তি শুধু তাদের পূর্ববর্তী সাফল্যের স্বীকৃতিই নয় বরং দক্ষিণ এশিয়ার বিনোদন অঙ্গনে তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকেও ইঙ্গিত করে।

বেনফিকার জার্সিতে আর দেখা যাবে না ডি মারিয়াকে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পরের মৌসুমে বেনফিকার জার্সিতে আনহেল ডি মারিয়াকে আর দেখা যাবে না। পর্তুগালের ক্লাবটিতে নিজের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইতি টানার ঘোষণা দিয়েছেন বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড।

পর্তুগালের শীর্ষ প্রতিযোগিতা লিগা পর্তুগালের শেষ রাউন্ডে শনিবার ব্রাগার বিপক্ষে জিততে পারেনি বেনফিকা। ম্যাচটি ১-১ ড্র করে ২০২২-২৩ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নরা। বেনফিকার শিরোপা পুনরুদ্ধারের দারুণ সুযোগ ছিল এবার। কিন্তু অল্পের জন্য স্বপ্ন ভাঙে তাদের। শিরোপা ধরে রাখা স্পোর্টিং লিসবনের চেয়ে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় হয়ে লিগ মৌসুম শেষ করে তারা। ৩৪ ম্যাচে ২৫ জয় ও ৫ ড্রয়ে বেনফিকার পয়েন্ট ৮০। সমান ম্যাচে ২৫ জয় ও ৭ ড্রয়ে লিসবনের পয়েন্ট ৮২।

২০০৫ সালে আর্জেন্টিনার ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালের হয়ে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করেন ডি মারিয়া।

২০০৭ সালে তিনি যোগ দেন বেনফিকায়। দুই বছর পর পর্তুগিজ ক্লাবটির সঙ্গে তিন বছরের নতুন চুক্তি হয় তার।

২০১০ সালে বেনফিকা ছেড়ে ৫ বছরের চুক্তিতে রিয়াল মাদ্রিদে পাড়ি জমান ডি মারিয়া। রিয়ালের হয়ে লা লিগা, কোপা দেল রে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, স্প্যানিশ সুপার কাপ, উয়েফা সুপার কাপ, সব কিছু জিতে ২০১৪ সালে যোগ দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে কেবল এক বছরই খেলেন ডি মারিয়া। ২০১৫ সালে পিএসজিতে নাম লিখিয়ে চলে যান ফ্রান্সে। এই ক্লাবেই কাটান ক্যারিয়ারের সবচেয়ে লম্বা সময়। ৭ বছরে ৫ বার স্বাদ পান লিগ শিরোপা জয়ের। সঙ্গে ৫টি ফ্রেঞ্চ কাপ ও ৪টি লিগ কাপও জয় করেন তিনি।

পরে যোগ দেন জুভেন্টাসে। ইউরোপের সব শীর্ষ লিগে খেলে ২০২৩ সালে আবারও ফিরে যান পুরোনো ঠিকানা বেনফিকায়। দুই বছর পর এবার এই অধ্যায়েরও ইতি টানছেন এই রাইট-উইঙ্গার। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে বেনফিকা ছাড়ার ঘোষণা দেন ৩৭ বছর বয়সী ডি মারিয়া। তার সেই বার্তায় মিশে আছে শিরোপা জিততে ব্যর্থ হওয়ার হতাশা।

তিনি জানান, "দীর্ঘ একটি বছর এভাবে শেষ করতে পারা খুবই কষ্টের। এই জার্সিতে (বেনফিকা) এটা ছিল আমার শেষ চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ এবং আবারও এই জার্সি পরতে পেরে আমি গর্বিত।"

আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত বেনফিকার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে দি মারিয়ার। জুনেই অনুষ্ঠেয় ক্লাব বিশ্বকাপে তিনি খেলবেন কিনা, সেটা নিয়ে এখনও জানা যায়নি কিছু। দুই মেয়াদে বেনফিকার হয়ে এখন পর্যন্ত ২১১ ম্যাচ খেলেছেন দি মারিয়া। ৪৭ গোল করার পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ৫৩টিতে।

পাঞ্জাব কিংসের সাফল্যের রহস্য জানালেন অধিনায়ক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

১১ বছরের অপেক্ষার অবসান। অবশেষে আইপিএল লিগ পর্যায়ে প্রথম দুইয়ে জায়গা করে নিল পাঞ্জাব কিংস। সোমবার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে ৭ উইকেটে হারিয়ে ইতিহাস গড়ল দলটি। ম্যাচের পর অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার জানালেন সাফল্যের মূল রহস্য এবং প্রশংসা করলেন দলের পর্দার আড়ালে থাকা কারিগরদের।

শ্রেয়াস বলেন, "দলের প্রত্যেকে সঠিক সময়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে। আমরা একটাই মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামি, যে কোনো পরিস্থিতিতে জয় ছিনিয়ে আনতে হবে। এই মনোভাবই আমাদের এগিয়ে দিয়েছে। সকলকেই কৃতিত্ব দিতে হয়। রিকি পন্টিং দুর্দান্তভাবে দলকে গড়ে তুলেছেন এবং খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছেন।"

দিল্লি ক্যাপিটালসে একসময় পন্টিং-শ্রেয়াস জুটি সফল হয়েছিল। এবার পাঞ্জাবে সেই পুরোনো জুটি আবার একসঙ্গে কাজ করছে। কেকেআরের হয়ে শ্রেয়াস আইপিএল জিতলেও পরে তাঁকে দলে রাখা হয়নি। তবে পন্টিংয়ের সঙ্গে নতুনভাবে পথচলা শুরু করে আবারো নেতৃত্বে ফিরেছেন তিনি।

শ্রেয়াস আরও জানান, "পন্টিং আমাকে মাঠে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার সুযোগ দেয়। আমি যেটা বিশ্বাস করি, সেটাই করতে পারি, এই স্বাধীনতাটা আমার খুব ভাল লাগে। এটাই আমাদের দলের অন্যতম বড় শক্তি।"

এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পর পঞ্জাব কিংস কোয়ালিফায়ার ১-এ খেলবে গুজরাট টাইটান্স বা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে।

'টেন্ডুলকার-অ্যান্ডারসন ট্রফি' নামে টেস্ট সিরিজের প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ক্রিকেট ইতিহাসের দুই কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার ও জেমস অ্যান্ডারসনের নামে নামকরণ হতে যাচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ। দুই দেশের টেস্ট লড়াইকে আরও ঐতিহ্যবাহী ও মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) এ উদ্যোগ নিয়েছে। নতুন নামটি হতে পারে 'টেন্ডুলকার-অ্যান্ডারসন ট্রফি'।

২০০৭ সাল থেকে ইংল্যান্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত এই সিরিজ পরিচিত ছিল 'পাতৌদি ট্রফি' নামে, যা নামকরণ করা হয়েছিল ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ইফতিখার আলী খান পাতৌদি ও মনসুর আলী খান পাতৌদির নামে। তবে এবার আধুনিক যুগের দুই সেরা ক্রিকেটারকে সম্মান জানাতেই ট্রফির নাম বদলের প্রস্তাব দিয়েছে ইসিবি।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সূত্র জানিয়েছে, এ প্রস্তাবে তাদের আপত্তি নেই। বিসিসিআইয়ের এক

কর্মকর্তা বলেন, 'দুই দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলা ক্রিকেটারদের নামেই ট্রফির নামকরণ করা হচ্ছে।'

টেস্ট ক্রিকেটে শচীন টেন্ডুলকার খেলেছেন রেকর্ড ২০০টি ম্যাচ, রান করেছেন সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ৯২১ এবং সেঞ্চুরি করেছেন ৫১টি। অন্যদিকে জেমস অ্যান্ডারসন খেলেছেন ১৮৮টি টেস্ট, উইকেট নিয়েছেন ৭০৪টি।

টেস্টে এই দুই তারকার দ্বৈরথও ছিল স্মরণীয়। অ্যান্ডারসন টেন্ডুলকারকে আউট করেছেন ৯ বার। দুজনই নিজ নিজ দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। টেন্ডুলকার পেয়েছেন 'ভারতরত্ন' (২০১৪) এবং অ্যান্ডারসন 'নাইটহুড' উপাধি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR